STORY

OF

CATHARINE

EMPRESS OF RUSSIA

BY

DWARAKANATH BHATTACHARJEA.

রুসিয়ার রাজ্ঞী

ক্যাথারীণের উপাখ্যান।

শ্রীদ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

CALCUTTA:

THE SANSKRIT PRESS.

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী পুস্তক অধিক নাই দেখিয়া আমি রবর্ট ও উইলিয়ম চেম্বর্ষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত মিসলানী নামক গ্রন্থ হইতে এই উপাখ্যানটী সঙ্কলন করিলাম। এক্ষণে মহিলাগণ ইহা পাঠ করিয়া প্রীত হইলেই পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

আর এই স্থলে স্বীকার করিতেছি যে যশোহর জিলার ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তাহা না হইলে ইহা কখনই এরূপ হইত না।

বালী,
২রা চৈত্র, শকাব্দা ১৭৮১।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

STORY

OF

CATHARINE

EMPRESS OF RUSSIA

BY

DWARAKANATH BHATTACHARJEA.

রুসিয়ার রাজ্ঞী

ক্যাথারীণের উপাখ্যান।

শ্রীদ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

CALCUTTA:

THE SANSKRIT PRESS.

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী পুস্তক অধিক নাই দেখিয়া আমি রবর্ট ও উইলিয়ম চেম্বর্স কর্ত্তৃক সংগৃহীত মিসলানী নামক গ্রন্থ হইতে এই উপাখ্যানটী সঙ্কলন করিলাম। এক্ষণে মহিলাগণ ইহা পাঠ করিয়া প্রীত হইলেই পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

আর এই স্থলে স্বীকার করিতেছি যে যশোহর জিলার ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তাহা না হইলে ইহা কখনই এরূপ হইত না।

বালী,

২রা চৈত্র, শকাব্দা ১৭৮১।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

রুসিয়ার রাজ্ঞী ক্যাথারীণের

উপাখ্যান।

দিবাকর অস্ত যাইতেছে অনবরত তুহিন পতিত হইতেছে এমত সময়ে, এক দিন মেরিনবর্গ নগরের যাজক এক্কভরণক্কী তাঁহার ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র একটী শিশুর অপরিস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্ব থামাইলেন। কিন্তু আর কিছুই শুনিতে পাইলেন না। কেবল বায়ু বেগে বৃক্ষ শাখায় হূহূ শব্দ হইতেছিল এই মাত্র শুনিলেন। সুতরাং ভ্রম হইয়াছে মনে করিয়া পুনর্ব্বার অশ্ব চালাইতে লাগিলেন। অশ্ব যাইতে যাইতে অকস্মাৎ পথিমধ্যে স্থির হইয়া দাঁড়াইল, যাজক মহাশয় বিস্তর

চেষ্টা পাইলেন কিন্তু সে নড়িলও না। তখন অবশ্যই কোন প্রতি বন্ধক ঘটিয়া থাকিবেক বিবেচনা করিয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন ও উহাকে বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন মতেই সফল যত্ন হইতে পারিলেন না। অশ্ব আর প্রাণান্তেও পাদবিক্ষেপ করিল না। অতঃপর তিনি দেখিতে পাইলেন অশ্বের পায়ের নিকট তুহিনের উপর একটা কি উন্নত হইয়া রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ মস্তক অবনত করিয়া হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া দেখেন যে একটী শিশু শীতে মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। উত্তোলন করিয়া দেখিলেন শিশুটী তখনও জীবিত আছে। ইতি পূর্ব্বে তিনি যে ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলেন এখন তাহার কারণ বুঝিতে পারিলেন। এবং মনে করিলেন যে কোন ব্যক্তি দারিদ্র্য অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ এই বিজন স্থানে সন্তানটী নিক্ষেপ করিয়া গিয়া থাকিবেক। কিন্তু কে এরূপ নৃশংস কর্ম্ম করিল জানিবার নিমিত্ত অনেক অনুসন্ধান করিলেম কিন্তু অন্ধকারে কিছুই স্থির করিতে পারিলেম না। অবশেষে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "যিনি এই সন্তান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন যদি এক্ষণে তিনি শ্রবণ পথের বহির্ভুত না হইয়া থাকেন তবে নির্জ্জাবস্থায় গমন করুন।

আমি পরেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি অদ্যাবধি এই শিশুটীকে সন্তান নির্ব্বিশেষে প্রতি-পালন করিব।”

অনন্তর তিনি অশ্বে পুনরারোহণ করিলেন ও শীতার্ত্ত মৃতকল্প শিশুটীকে স্বীয় গাত্র বস্ত্রে আবৃত করত ক্রোড়ে রাখিয়া দ্রুতগমনে স্বীয় সামান্য সদনে উপনীত হইলেন, কিন্তু অন্যান্য দিন যেমন সময় বেড়াইয়া আইসেন তাহা অপেক্ষা সে দিন অনেক বিলম্ব হইল।

“আঃ বাঁচা গেল! আজি এত রাত্রি কোথায় ছিলে” এই বলিয়া একটী বৃদ্ধা সম্মুখে আসিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিল। যাজক মহাশয় অবতরণ করিলেন।

বৃদ্ধা বলিল “কত খানাই মনে হচ্ছিলো, একবার ভাবিলাম বুঝি তোমার ভগিনী আলেক্-সীনার ব্যামোহ হইল আবার ভাবি, না ঘোড়াটাই বা খোঁড়া হইল আবার মনে হইল বুঝি ডাকাতের হাতেই পড়িলে।”

“ফ্রেডরিকা! এই শিশুটী লও” এই বলিয়া বৃদ্ধা দাসীর কথা শেষ না হইতে হইতেই সেই শিশু-টীকে তাহার হস্তে প্রদান করিলেন।

বিস্ময়ে অভিভূতা হইয়া বৃদ্ধা কিয়ৎ ক্ষণ অবাক্

হইয়া রহিল। পরে বৃদ্ধস্বভাবসুলভ প্রগল্ভতা সহকারে বলিতে লাগিল "কি! শিশু, শিশু আনিয়া দিলে! ওকে কোথায় পেলে? শিশু নিয়ে আবার কি হবে? কে আবার উহার যত্ন করে? কে বা আবার উহাকে খাওয়ায় পরায়?" "কেন, তুমি করবে" আস্তে আস্তে এই কথা বলিয়া যাজক মহাশয় বৃদ্ধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ফ্রেডরিকা কহিল, "আহা কি সুন্দর মেয়েটী গা! এখনও বছর ফেরেনি, কেমন চোখ দুটী! পুট্ পুট্ করে চারি দিক চেয়ে দেখছে, বলে এ আবার কোথায় এলেম।"

বৃদ্ধ যাজক মহাশয় ঈষৎ হাস্য করিয়া অগ্নিতে আরও কাষ্ঠ দিলেন এবং সন্তানটীর কোন প্রকার অসুখ না হয় এমত বন্দোবস্ত করিয়া আহার করিতে বসিলেন। আহার করিতে করিতে কি রূপে ঐ সন্তানটী পাইলেন তাহা ফ্রেডরিকার নিকট সবিশেষ বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

"কি আশ্চর্য্য ঘোড়াটা আর কোন ক্রমেই নড়িল না গা।"

যাজক উত্তর করিলেন "ঘোড়ার এই এক মহৎ গুণ আছে, যদিও দৌড়িবার সময় আবাল বৃদ্ধ সকলকেই ফেলিয়া দিয়া যায় কিন্তু মৃত কি সজীব

কোন ব্যক্তি পথিমধ্যে থাকিলে কখনই তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া যায় না।”

“ভাল তুমি যখন ডাকলে যে কেউ আছে কি না তখন কাহাকেও দেখিতে পাইলে না।”

“না কাহাকেও না?”

“কাপড় চোপড়েও ত কিছু বুঝা যায় না। কাপড় চোপড় গুলি বেশ, কিন্তু এমন কোন চিহ্ন নাই যে তাহাতে কিছু বুঝা যায়। ভাল ইহার নাম কি হবে?”

“পঞ্জিকা খানা দাও দেখি ফ্রেডরিকা। আজি ২৫এ নবেম্বর, ক্যাথারীণ ঋষির দিন। তবে উহার নাম ক্যাথারীণ হউক।”

তদনন্তর ফ্রেডরিকা সন্তানটী লইয়া গৃহান্তরে গমন করিল, যাজক মহাশয় শয়ন করিলেন এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিয়াছি মনে করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

পর দিন প্রাতঃকালে মেরিনবর্গের সর্ব্বত্র প্রচার হইল যে তাহাদের যাজক তুহিনের উপর একটী সন্তান কুড়িয়া পাইয়াছেন এবং তাহাকে পোষ্য সন্তান করিয়াছেন। পূর্ব্ব দিন রাত্রিতে বনের পার্শ্বস্থিত কুটীরবাসী এক জন কৃষকের দ্বারদেশে একটা ভারি শব্দ হয় ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গোঁ গোঁ

শব্দও হইয়া ছিল। কিন্তু নির্ব্বোধ কৃষক ভীত হইয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করে নাই। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখে যে এক জন মৃত সৈনিক পুরুষ দ্বারদেশে পতিত রহিয়াছে। যাজক মহাশয় আপন পোষ্য সন্তানের জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইবার আশয়ে তথায় গমন করিলেন কিন্তু সে ব্যক্তি কে তাহার কিছুই স্থির হইল না। তাহার বস্ত্রমধ্যে একখানি লিপির একাংশ মাত্র ছিল তাহাতে 'সন্তান গণ' এই মাত্র শব্দের প্রয়োগ ছিল সুতরাং কিছুই স্পষ্ট বুঝা গেল না।

যাজক মহাশয় অনুমান করিলেন যে ঐ সৈনিক পুরুষ শীতে অভিভূত হইয়া সন্তানটীকে তুহিনে রাখিয়া ছিলেন এবং মনে করিয়া ছিলেন যে ক্ষণেক কাল দৌড়া দৌড়ী করিয়া হিমাঙ্গ ও অবশ শরীর পুনর্ব্বার সতেজ করিয়া সন্তান লইয়া চলিয়া যাইবেন; কিন্তু তিনি জানিতেন না যে তুহিন পতনের সময় পবন সাক্ষাৎ কৃতান্ত স্বরূপ হইয়া বহিতে থাকে, তখন আর ত্রাণের উপায় থাকে না। যাহা হউক তিনি ঐ সৈনিক পুরুষের যথা বিহিত অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সাধনের আদেশ করিলেন এবং সেই লিপিখণ্ড যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দিলেন। যদিও তাহাতে কিছুই স্পষ্ট ছিল না কেবল 'প্রাণাধিক প্রিয়তম

সন্তানগণ' এই মাত্র উল্লিখিত ছিল; তথাচ ঐ সূত্রে তাঁহার পোষ্য সন্তানের জনক জননীর স্থির হইবার আশা তিনি একবারে পরিত্যাগ কারেন নাই, যাহা হউক তৎকালাবধি তিনি তাঁহার পোষ্য সন্তানকে ঔরস সন্তানের ন্যায় লালনপালন করিতে লাগিলেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে দিন দিন ক্যাথারীণেরও সুশীলতা ও সৎস্বভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্যাথারীণ স্বীয় অসামান্য সুশীলতা ও সৌজন্যে যাজক মহাশয়ের এমন প্রীতিভাজন হইয়া উঠিল যে সেই সৈনিক পুরুষ বা কে, ক্যাথারীণই বা কে ও ক্যাথারীণ কাহারই বা কন্যা, যথোচিত অনুসন্ধান করিযাও তিনি যে ইহার তত্ত্বনির্দ্ধারণে কৃত ক[illegible] হইতে পারেন নাই ইহাতে তাঁহার কিছু মাত্র দুঃখ না জন্মিয়া বরং আহ্লাদই হইতে লাগিল [illegible] তিনি নানা প্রকার অনুসন্ধান দ্বারাও সৈনিক পুরুষ সংক্রান্ত যে কিছুই জানিতে পারেন নাই তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যেহেতু তৎকালে সে দেশে ঘোরতর যুদ্ধ ও প্রতিদিন শত শত লোকের প্রাণ হানি হইতেছিল সুতরাং সকলেই আপন [illegible] হইয়া ব্যস্ত। এমন সময়ে এক জন সামান্য সৈনিক পুরুষের কি হইল এ বিষয় লইয়া কেবা সবিশেষ অনুসন্ধান করে।

কালক্রমে ক্যাথারীণ সুদীর্ঘকায় লাবণ্যবতী পরমা সুন্দরী কুমারী হইয়া উঠিলেন এবং গৃহকর্ম্ম সম্পাদনে ফ্রেডরিকার অনেক সাহায্য করিতে লাগিলেন। রাত্রি হইলে ক্যাথারীণ পিতার মনোরঞ্জনার্থে সুমধুর স্বরে সুশ্রাব্য সঙ্গীত করিতেন। সঙ্গীত শুনিয়া পিতার আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকিত না। ফলতঃ ক্যাথারীণ সর্ব্বদাই প্রফুল্লচিত্ত ও সুখী ছিলেন। দুঃখের লেশ মাত্রও জানিতেন না। দুই তিন বার তাঁহার পিতার উৎকট পীড়া হয় জন্মের মধ্যে তাঁহার কেবল এই মাত্র দুঃখের কারণ ঘটিয়াছিল। কিন্তু পিতা পীড়িত হইলে ক্যাথারীণের দুঃখের পরিসীমা থাকিত না তখন দুঃখ সন্তাপে তাঁহার কোমল হৃদয় একবারে বিদীর্ণ হইয়া দাঁড়াইত। প্রগাঢ় স্নেহপরতন্ত্র হইয়া কায় মনে দিবারাত্রি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। এবং এই রূপে আর্ত্ত ব্যক্তির সেবায় অচির কাল মধ্যে এমন পটু হইয়া উঠিলেন যে বালিকার সেরূপ হওয়া অসম্ভব। যখন অদৃষ্ট ক্রমে ক্যাথারীণের অবস্থার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়, যখন তিনি আর এক প্রকার প্রগাঢতর স্নেহের পরবশ হয়েন তখন ঐ নৈপুণ্য বিশেষরূপে ফলদায়ক হইয়াছিল। কি আশ্চর্য্য! অথচ ইহা সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে, যে

সামান্য কর্ম্মেরও শুভাশুভ ফল এক সময়ে না এক সময়ে ভোগ করিতে হয়। এবং অতি সামান্য গুণও কোন না কোন সময়ে বিশেষ উপকারে আইসে।

ক্যাথারীণ ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে পর যাজক মহাশয় এক দিন প্রাতঃকালে দুই এক খানি পত্র পাঠ করিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন চিত্ত হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে ক্যাথারীণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন "বৎসে! আমার ভগিনী আলেক্সীনা অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়াছেন সর্ব্বদা তাঁহার পীড়া হয়, অতএব আমার ইচ্ছা যে তুমি কিছু দিন গিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা কর।"

"পিত! তোমার যখন ইচ্ছা হইয়াছে তখন অবশ্যই আমি যাইব। তোমার ভগিনীকে আমার ভক্তি শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য কিন্তু বলিতে কি আমি তোমার কাছে থাকিতে ভাল বাসি।" "ক্যাথারীণ! তোমাকে শীঘ্র লইয়া আসিব। আমি স্বয়ং আনিতে যাইব—আমি স্বয়ং যাইব—বুঝিলে—আমি স্বয়ং যাইব।"

"আচ্ছা বাবা" এই বলিয়া তখন যৌবনস্বভাবসিদ্ধ প্রফুল্ল চিত্তে যাইবার সজ্জা করিতে আরম্ভ করিলেন।

যাজক মহাশয় কন্যার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর গমন করিলেন। অবশেষে যথায় ক্যাথারীণকে শৈশবাবস্থায় পাইয়াছিলেন তথায় উপস্থিত হইলেন। এখন গ্রীষ্মকাল, এখন আর সেখানে শুভ্র তুহিনরাশি নাই, কেবল শ্যামল দুর্ব্বাদল চতুর্দ্দিগে বিস্তৃত রহিয়াছে। ক্যাথারীণ সেই স্থানে জানুপাত করিয়া গদ্গদ বচনে বলিতে লাগিলেন "তাত! এই স্থানে আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। আজি তের বৎসর হইল এই স্থানে আমার অপরিস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলেন আপনি যেমন আমার রোদন শব্দে অবজ্ঞা করেন নাই, অদ্য আপনকার সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য পরমেশ্বরের নিকট আমি যে প্রার্থনা করিতেছি, বোধ করি, তিনিও তাহাতে অবজ্ঞা করিবেন না। আমার জন্য আপনি যত করিয়াছেন পরমেশ্বর যেন তাহার পুরস্কার দেন। আপনাকে দীর্ঘজীবী ও সুখী করুন এবং আপনার স্বজনের সুখবৃদ্ধি করুন।"

এতৎ শ্রবণে যাজক মহাশয় মায়ায় আচ্ছন্ন হইলেন এবং ক্যাথারীণের মস্তকে ঈষৎ কম্পান্বিত হস্তদ্বয় প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন "প্রাণাধিকে! সুস্থমনে গমন কর। সকলই পরমেশ্বরের হাত। তাঁহার যখন যাহা ইচ্ছা হয় সেই মতেই কর্ম্ম করা

উচিত। দ্বিরুক্তি করিতে নাই। আমাদের কিসে ভাল হয় কিসে মন্দ হয় তাহা আমরা কিছু বুঝিতে পারি না। তিনি আমাদের যখন যে অবস্থায় রাখেন, আমাদের পক্ষে সেই উত্তম। এস গিয়া এস, যদি পরমেশ্বর এমনই করেন যে এই দেখাই শেষ দেখা তবে এই বৃদ্ধ যাজকের এই কএকটী কথা মনে রাখিবে। চিরকাল সুশীলা ও পরোপকারী হইবে, আজ্ঞাকারী ও বিনয়ী হইবে; আর ইহার পর তোমার যেমনই অবস্থা হউক না কেন সর্ব্বদা এই কথা মনে রাখিবে যে তুমি এক কালে অনাথ, পরিত্যক্ত ও নিরাশ্রয় শিশু ছিলে এবং যদি পরমেশ্বর এক জন সামান্য ব্যক্তিকে তোমার প্রাণ রক্ষার্থে তথায় না পাঠাইতেন তাহা হইলে অনতিবিলম্বেই তোমাকে মানবলীলা সংবরণ করিতে হইত। উঠ প্রাণাধিকে! উঠ, প্রশান্ত মনে গমন কর, সর্ব্বদা সত্য কথা কহিবে ও সৎ পথে থাকিবে এবং যাহা ঘটুক না কেন কর্ত্তব্য সাধনে কখনই পরাঙ্মুখ হইবে না।"

এই বলিয়া সেই বালিকাকে হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ধরাসন হইতে উত্তোলন করিয়া ললাট চুম্বন করত পরস্পর বিদায় লইলেন।

" ক্যাথারীণ, ক্যাথারীণ সঙের মত দুয়োরে দাঁড়িএ

রয়েছ কেন? এই কাপড় চোপড় গুলা পাট করে রাখা কি একটু সুতা কাটা ইহা করলে ত হয়। একটুও কর্ম্ম করবে না কেবল দাঁড়িএ থাকতে কি দাদা তোমাকে পাঠাইয়াছেন, বলি শুনলে কি?”

যিনি এই রূপে ক্যাথারীণকে সম্ভাষণ করিতেছিলেন তিনি যাজক মহাশয়ের ভগিনী, মেরিনবর্গের অনতি দূরে লিভনিয়া নামক স্থানে তাঁহার আবাস। কিন্তু যে বালিকাকে সম্বোধন করিয়া তিনি এই সকল কথা বলিতেছিলেন তখন তাঁহার চিরপ্রসন্ন সহাস্য আস্য প্রগাঢ় উৎকণ্ঠায় পরিম্লান ছিল।

“পিসি! তুমি কি কামানের শব্দ শুনিতে পাইতেছ না” বলিয়া ক্যাথারীণ উৎকণ্ঠাকুণ্ঠিতচিত্তে পিসির এত বলাতেও সেখান হইতে এক পাও নড়িলেন না; দ্বারদেশেই দণ্ডায়মান রহিলেন।

“বুঝি মেঘ ডাকিতেছে, কি হয় ত কোন মহোৎসবের দিনই বা হবে। আজ মাসের ক দিন হলো ক্যাথারীণ?”

“আজ ২০এ হলো।”

“না তবে রাজার জন্মতিথিও নয়, সত্য সত্যই কি কামানের শব্দ, না আর কিছুর শব্দ?”

ক্যাথারীণ নাতিমৃদু নাতিউচ্চ স্বরে যেন

আপনা আপনি কথা কহিতেছেন এবং যেন বিস্মৃত কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন এই ভাবে বলিতে লাগিলেন ;—

'কল্য প্রাতঃকালে যাজক মহাশয় নিয়ম মত বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলে পর আমাকে তাঁহার নিকট ডাকিলেন। মুখ খানি চিন্তাতে অত্যন্ত ম্লান হইয়াছিল। ডাকিয়া বলিলেন 'প্রাণাধিকে! এখন কিছুকালের মত বিদায় লইতে হইল, আমার ভগিনী বৃদ্ধা, এক্ষণে তুমি তাঁহার নিকটে থাকিলে অনেক উপকার হইবে। আর যত দিন আমি স্বয়ং না যাইব—বুঝিলে আমি স্বয়ং না যাইব—তত দিন তুমি তাঁহার কাছ ছাড়া হইও না।' বারংবার স্বয়ং না যাইব বলাতে আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম এবং কোন উত্তর না করাতে তিনি বলিলেন 'সকলই পরমেশ্বরের হাত।' যখন অত্যন্ত আকুল হন তখনই তিনি ঐ কথাটী বলেন। আর তিনি আমাকে কাহারও সঙ্গে একটীও কথা কহিতে দিলেন না অতিত্বরায় বিদায় করিয়া দিলেন। যখন আমার মস্তকে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন, তখন তাঁহার কি বৈক্লব্যই দেখিলাম। হায়! তাঁহাকে আর দেখিতে পাইব না। আমি কি নির্ব্বোধ, কেন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলাম।

'ঐ আবার কামান পড়িল—আবার পড়িল।' এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মনে দুঃখ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল ও হূ হূ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল 'অবাক্ কর্‌লে যে গো, কাঁদ্‌চ নাকি, তুমি যে সর্ব্বদা হেসে খেলে বেড়াও গো। তুমি কাঁদ্‌চ' সে দিন দাদার চোক ছল্ ছল্ করেছিল আর একটু হাত কেঁপেছিল বলে এত কান্না! এ্যাঁ। তিনি যে তোমায় অত্যন্ত ভাল বাসেন, আপনার মেয়ের মত দেখেন তাইতেই এমন হয়েছিল।'

'আচ্ছা তিনি তোমার কাছে আমাকে পাঠালেন কেন?'

'আমি বুড় হয়েছি আমার এক জন না হইলে চলে না।'

'কেন তিনিও ত বৃদ্ধ তাঁহারো ত আমা না হইলে চলে না।'

কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া বৃদ্ধা কহিলেন 'ক্যাথারীণ, আমার চেয়ে তুমি দাদাকে অধিক ভাল বাস সেটা কিন্তু উচিত নয়—সেটা কিন্তু উচিত নয়।' এই বাক্য পুনর্ব্বার ভর্ৎসনা স্বরে বলিলেন। সরলচিত্ত ক্যাথারীণ উত্তর করিলেন 'আপনি যাহা কহিলেন যথার্থ বটে, আপনি আমার এ দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি এটা কি ন্যায় ও স্বভাব বিরুদ্ধ কর্ম্ম হইল? যিনি শৈশবাবস্থায় তুহিন রাশিতে আমাকে মৃতবৎ পতিত দেখিয়া তুলিয়া লইয়া ছিলেন. যাঁহার অনুকম্পায় অকালে কালগ্রাস হইতে ত্রাণ পাইয়াছি, এবং যিনি আমাকে সন্তানসম এতা-বৎ কাল পর্য্যন্ত প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাকে কি অধিক ভাল বাসা উচিত নহে? কাহাকে পিতা বলে তাহা পরমেশ্বর আমাকে জানিতে দেন নাই কিন্তু পিতা কি পদার্থ তাহা জানিলে আমি তাঁ-হাকে যত ভাল বাসিতাম, যাজক মহাশয়কেও আমি তেমনি ভাল বাসি, বলিতে কি আমার গর্ভধারিণীকেও তাঁহা অপেক্ষা আর অধিক ভাল বাসিতাম না। তাঁ-হার প্রাণ রক্ষার জন্য আমি অম্লানবদনে স্বীয় প্রাণ দানে সম্মত আছি। ঐ দেখ আবার কামানের শব্দ।'

ইতি মধ্যে এক জন অশ্বারোহী সেই বাটীর দ্বার দেশে আসিয়া আস্তে ব্যস্তে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সেই গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক কহিল 'রুসিয়েরা মেরিণবর্গ আক্রমণ করিয়াছে। আমি বহুকষ্টে এই পত্র খানি তোমার ভ্রাতার নিকট হইতে আনিয়াছি। পাছে বিলম্ব হয় বলিয়া তিনি আমাকে স্বীয় অশ্বটী দিয়াছেন।'

আগ্রহাতিশয় সহকারে ক্যাথারীণ তৎক্ষণাৎ

জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি যাজক মহাশয়ের কি?' দূত কহিল 'আজিকার দিনে তুমিই সুখী ন মাতা, ন পিতা, ন বন্ধু, তোমার কাহারও জন্য চিন্তাকুল হইতে হয় না।'

'বটে, পল!' ভঙ্গি ও স্বরে যত দূর অবজ্ঞা প্রকাশ হইতে পারে ক্যাথারীণের এই কথায় তত দূরই প্রকাশ হইল।

'কেন গো ঈদৃশ সময়ে আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইলে যেরূপ কষ্ট হয় তাহা ত তোমাকে অনুভব করিতে হইতেছে না'

'কেন পরিত্যাগ করিয়াই বা আসিতে হয় কেন' পল কহিল 'আমার পরিজনবর্গ বিনয়বচনে আমার কাছে এই ভিক্ষা চাহিল যে তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া যেখানে ইচ্ছা যাইয়া আপনার প্রাণ রক্ষা কর। আমাদের ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই হইবে। আমি তাহাদের আগ্রহাতিশয় এড়াইতে না পারিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। কিন্তু তাহাদের কি হইবে এই ভাবনায় এখন হৃৎকম্প হইতেছে।'

'রক্ষণাবেক্ষণের সামর্থ্য সত্ত্বে স্বজনের জন্য ভদ্রলোকের হৃৎকম্প হয় না। সে যাহা হউক মেরিণবর্গে কি হইয়াছে আমাকে বল।'

'কেন গো তুমি কি কামানের শব্দ শুনিতে

পাইতেছ না। রুস সৈন্যাধ্যক্ষ সসৈন্যে মেরিণবর্গ পরিবেষ্টন করিয়াছেন। উঃ! কি ভয়ানক দৃশ্যই হইয়াছে।

হা পিতঃ হা পিতঃ এই বলিয়া ক্যাথারীণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁন্দিয়া উঠিলেন। আলেকসিনা ভ্রাতার পত্র পাঠ সমাপন করিয়া ক্যাথারীণকে বলিলেন আমার পিতা—তোমার প্রাণদাতা—এই পত্রে [illegible] লিখিয়াছেন যে 'যেন কোন ক্রমেই ক্যাথারীণ তোমার কাছ ছাড়া না হয়। এমন বিষম সঙ্কটের সময়ে যজমান পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে অধর্ম্ম বুঝিয়া আমি এই খানেই রহিলাম। কিন্তু আমার মঙ্গলার্থে তোমরা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে। তিনি আরো লিখিয়াছেন যে যদি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আমাকে লোকান্তরিত হইতে হয় তবে ক্যাথারীণ আমার সমুদায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে।'

ক্যাথারীণ সসম্মানে আলেকসিনার হস্ত ধারণ করিয়া অধরে সংলগ্ন করাইলেন 'মাতঃ আলেকসিনা! আপনি সরলহৃদয়া, স্নেহপূর্ণা ও ধর্ম্মপরায়ণা, আপনি আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিতেছেন; আমি এই দণ্ডে মেরিণবর্গে চলিলাম, এ বিষয়ে আপনার প্রতিষেধ শুনিতে পারিব না।'

'কিন্তু পল যা বলেছে তাহা বুঝি শুন নাই; রুসিয়েরা মেরিণবর্গে প্রবেশ করিয়াছে' এই বলিয়া আলেকসিনা তাঁহার হাত ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন।

'আমি আমার প্রাণদাতার কাছে যাইব।'

পল কহিল 'দেবি! হয ত ইতি মধ্যে সমুদায় লোক হত বা বন্দী হইয়াছে।'

'তবে আমিও হয় হত, নয় বন্দী হইব' মস্তক উন্নত করিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞোদ্বোধক স্বরে ক্যাথারীণ এই কয়েকটী কথা বলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধার হস্ত হইতে কর পল্লব উন্মোচন করিয়া নিমেষমধ্যে পল যে অশ্বটী দ্বারদেশে রাখিয়াছিল তদুপরি আরূঢ় হইলেন। এবং পল ও আলেকসিনা বিস্ময়াভিভূত থাকিতে থাকিতেই তিনি তাঁহা দিগের নয়নপথের বহির্ভূত হইলেন।

প্রদোষকাল উপস্থিত এমত সময়ে মেরিণ-বর্গের নিকটস্থ বনপ্রান্তে একটী স্বেদাবৃত অশ্ব উপস্থিত হইল। বৃক্ষের আবরণ পার হইবা মাত্র এক জন বীর পুরুষ আসিয়া অশ্বের লাগাম ধরিল এবং আদেশস্বরে আরোহীকে জিজ্ঞাসা করিল 'কাঁহা যাওতে হেঁ?' আরোহী অবিকল সেই স্বরে উত্তর দিলেন 'তোমারা ক্যা'

এবংবিধ সাহস সন্দর্শনে সেই পুরুষ করতলে করবাল ধারণ পূর্ব্বক সমুচিত শাস্তি প্রদানে উদ্যত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আরোহীকে বালিকা বলিয়া বোধ হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইলেন। তখন অপেক্ষাকৃত ললিত স্বরে আবার জিজ্ঞাসিলেন 'তুমি কোথায় যাইতেছ' বালিকা পুনর্ব্বার উত্তর করিল 'তোমার কি তা' 'আমার বিশেষ দরকার আছে শীঘ্র ছাড়িয়া দাও।'

তখনও লাগাম না ছাড়িয়া সেই ব্যক্তি পুনর্ব্বার কহিল 'তবে বোধ হয় তুমি জান না এই নগর এখন রুসিয়দের হস্তে আসিয়াছে' ক্যাথারীণ, (ফলতঃ ঐ আরোহী ক্যাথারীণ ভিন্ন অন্য কেহ নহে) উত্তর করিল 'ভাল তাতেই বা কি।'

'সমুদায় লোক বন্দী হইয়াছে যদি তুমি যাইতে চাও তুমিও বন্দী হইবে।' 'তোমার পরামর্শে বড় বাধিত হইলাম, কিন্তু আমার একটী কথা শুন, যাঁহাকে আমি পিতার ন্যায় স্নেহ ও মান্য করি তিনি ঐ নগরে আছেন এবং আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে তাঁহার যে অবস্থা হইয়াছে আমিও তদবস্থ হইব।'

'যদি তিনি বন্দী হইয়া থাকেন?'

'আমিও বন্দী হইব।'

'যদি তিনি দেহ পরিত্যাগ করিয়াথাকেন?' এই কথায় ক্যাথারীণ ক্ষণেক নিরুত্তর হইয়া রহিলেন কিন্তু পর ক্ষণেই পূর্ব্ববৎ সাহস অবলম্বন করিয়া মধুর ভাষে উত্তর করিলেন 'আমি বলিয়াছি তো যে তাঁহার পথেরই পথিক হইব।'

'তবে যাও, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

এই বলিয়া সেই পুরুষ তখন বল্গাপরিত্যাগ করিল অশ্বও তৎক্ষণাৎ বায়ুবেগে ধাবমান হইল।

কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে 'কে যায় ও!' এই শব্দ ক্যাথারীণের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি কোন উত্তর করিলেন না, তৎক্ষণাৎ একটা গুলি আসিয়া তাঁহার আস্তিনে লাগিল এবং আস্তিনটী ছিঁড়িয়া গেল কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে শরীরে কোন আঘাত লাগিল না। ক্যাথারীণ তৎক্ষণাৎ অশ্ব থামাইলেন। 'বলি আমি যাচ্চি এখন হলো।'

এই কথা বলিতে না বলিতে কতক গুলি ভীষণ মূর্ত্তি রূঢ় ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল। তন্মধ্যে এক জন বলিল 'এখন নাম বাছা, এস আমাদের সঙ্গে এস!' কথার ভাবে বোধ হইল যে সেই ব্যক্তি উহাদের অধ্যক্ষ।

ইতি পূর্ব্বে বন প্রান্তে যে যুবাপুরুষের হস্তে

তিনি পতিত হন তিনিও উহাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্ত দৃঢ়কায় ব্যক্তি সমূহ মধ্য হইতে তাঁহার মহত্ত্বগুণের পরিচয় প্রদান করিতে ছিল। ক্যাথারীণ তাঁহাকে অনায়াসেই চিনিতে পারিয়া সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'মহাশয়! আপনি ইহাদিগকে বলিয়া দেন যে ইহারা আমাকে ছাড়িয়া দেয়, আপনি জানেন তো যে আমি দুঃখিনী বালিকা আমা হইতে কোন প্রকার বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।'

সেই অপরিচিত যুবক বলিলেন 'আমি তখনই বলিয়াছিলাম তোমার বিপদ ঘটিবেক' তৎপরে অধ্যক্ষের প্রতি দৃষ্টি ক্ষেপ করিয়া বলিলেন 'তোমার কর্ম্ম তুমি কর।'

তখন অধ্যক্ষ ক্যাথারীণকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমার নাম কি?'

'আমার নাম ক্যাথারীণ আমি এক্কভরণক্ষী যাজক মহাশয়ের পালিত কন্যা। কল্য প্রাতঃকালে পিতার ইচ্ছানুসারে তাঁহার নিকট হইতে লিভোনিয়ায় গিয়াছিলাম, অদ্য আপন ইচ্ছাভিমত তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইতেছি, আমি বিনতি করি, আমাকে যাইতে দাও।'

অধ্যক্ষ মহাশয় সেই অপরিচিত যুবকের

প্রতি এক বার নেত্রপাত করিয়া ক্যাথারীণকে বলি- লেন ' তুমি লিভোনিয়া বাসী। লিভোনিয়া অদ্য আমাদের রুসীয় সম্রাট্ প্রথম পিটরের* হস্তগত হইয়াছে। অতএব তুমি বন্দী হইলে। এস ঘোড়া হইতে নাম এবং সঙ্গে সঙ্গে কারাগারে আইস। যদি না নাম তবে আমি নামিতে সাহায্য করি।'

ক্যাথারীণ 'খপরদার ছুঁস্ নে' বলিয়া উঠি- লেন। তখন বয়স্থা কামিনীর ন্যায় তাঁহার সুকোমল কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুঃদ্বয় যেন জ্বলিতে লাগিল, মুখচন্দ্রমা তখন আর নিতান্ত বালিকার ন্যায় বোধ হইল না। অশ্ব হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া বলিলেন ' আমি কেবল বন্দী হইবার জন্য মেরিণবর্গে আসি নাই, পিতাকে দেখিব বলিয়া আসিয়াছি তিনি যে স্থানে আছেন, যে গৃহে আছেন, যে কারাগারে আছেন, আমাকে সেই স্থানে লইয়া যাও।'

এতাদৃশ সাহস দর্শনে কিঞ্চিৎ আমোদিত হইয়া অধ্যক্ষ কহিলেন ' বন্দীদের হুকুম চলে না।' ক্যাথারীণ কিঞ্চিৎ কাল বিবেচনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমাদের কর্ত্তা কে ? সেনাপতি কে ?'

এতাবৎকাল সেই অপরিচিত যুবক অনতি দূর

---

* ইনিই পিটর্ দি গেট্ নামে প্রসিদ্ধ।

হইতে একতান মনে পরস্পরের বাগ্বিতণ্ডা শ্রবণ করিতে ছিলেন, এক্ষণে ক্যাথারীণের ঐ প্রশ্নে সম্মুখীন হইয়া বলিলেন 'জেনেরেল এস কেম্রি-মেটিফ।'

'আমি সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত দেখা করিতে চাহি' অপরিচিত যুবক অধ্যক্ষকে ইঙ্গিত করিলেন, অধ্যক্ষও তৎক্ষণাৎ নগরাভিমুখে চলিলেন এবং ক্যাথারীণকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে বলিলেন, নগ-রের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া অধ্যক্ষ, সেনাপতি কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ক্যা-থারীণ দণ্ডায়মান রহিলেন, এমত সময়ে একটী বৃদ্ধা ক্যাথারীণকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল 'মাগো আর তোমার বাবাকে দেখিতে পাবে না, কোথা গেলো গো প্রভু আমার!' ক্রন্দন করিতে করিতে আবার বলিল 'যুদ্ধক্ষেত্রে এক জন লিভো-নিয়ার লোকের আহত অঙ্গ বান্ধিয়া দিতে ছিলেন, এমন সময়ে একটা গোলা আসিয়া তাঁহার বুকে লাগিল তিনি তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন; তিনি আর নাই, গো!—কোথায় গেলে গো প্রভু আমার।'

ক্যাথারীণ এতৎশ্রবণে কম্পান্বিতকলেবরা ও বিবর্ণা হইয়া কহিলেন 'কি বল্লে ফ্রেডরিকা?'

'মাগো যা বলিবার তাই বলেছি; মড়াব মধ্যে

খুজিলে এখনি তাঁহাকে পাওয়া যায় !'

ক্যাথারীণ কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন ' এঁ্যা তবে কি অন্তিমকালে কোন উপকার না করিয়া, কি পরমেশ্বরের নাম না শুনাইয়া তাঁহাকে ফেলিয় আসিয়াছ ?'

' তা কি করবো মা , চারি দিকে যে গোলাবৃষ্টি হচ্ছিলো তার একটা লাগিলেই আমি মরে যেতেম।

এমত সময়ে অধ্যক্ষ আসিয়া কহিল ' সেনাপতি নিকটেই আছেন, অতএব তুমি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।' ক্যাথারীণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ না যাইয়া অগ্রে অগ্রেই যাইতে লাগিলেন। শিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখেন যে, বন প্রান্তে যে অপরিচিত যুবককে দেখিয়াছিলেন তিনিও তথায় উপস্থিত, কিন্তু তিনি সেনাপতি নহেন বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সঙ্গে আর কোন কথা কহিলেন না। যে সেনাপতির নাম চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে ছিল একেবারে তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন 'দোহাই ধর্ম্মের দোহাই, সেনাপতির কৃপা করুন, কৃপা করুন।'

অধ্যক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সেনাপতি জিজ্ঞাসিলেন 'এ বালিকাটির প্রার্থনা কি ?'

"আপনার সঙ্গে দেখা করিবে, এই মাত্র বলিয়া ছিল।"

ক্যাথারীণ বলিলেন "যথার্থ বটে, আমি শুনিয়া ছিলাম যে, আমার রক্ষাকর্ত্তা—আমার পিতা বন্দী হইয়াছেন অতএব মনে করিয়াছিলাম আমিও তাঁহার সঙ্গে বন্দী হইব; কিন্তু এক্ষণে শুনিলাম যে তিনি হত হইয়াছেন। এক্ষণে আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে আপনি অনুমতি করিলে তাঁহার মৃত দেহ অন্বেষণ করিয়া যথোচিত সৎকার করি, তিনি যে কেমন মানুষ ছিলেন, তাহা যদি আপনি জানিতেন—।"

ক্যাথারীণের স্বরের ভঙ্গি, তাঁহার প্রভাবশালিনী অথচ সরল মূর্ত্তি, তাঁহার তরুণ বয়স অথচ অসীম সাহস, এই সমস্ত সন্দর্শনে সেনাপতি দয়ার্দ্র হইয়া কহিলেন, "সংগ্রাম ভূমি নগরের প্রান্তবর্ত্তী, অতএব যদি তোমাকে যাইতে অনুমতি দিই, তবে তুমি অনায়াসে পলাইতে পার, তুমি যে পলাইবে না, তাহার প্রমাণ কি?"

সরলহৃদয়া ক্যাথারীণ বলিলেন "আমার কথা।"

"আচ্ছা তবে যাও" এই বলিয়া সেনাপতি ক্যাথারীণকে গাত্রোত্থান করিতে আদেশ করিলেন ও বলিয়া দিলেন, "যেন স্মরণ থাকে, যখন ফিরিয়া আসিবে তখন তুমি আমার।"

শিবির পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাগ্রেই যাজক মহাশয়ের দাসী ফেডরিকাকে দেখিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন "এস কোথায় তাঁহাকে পতিত হইতে দেখিয়াছ, আমাকে দেখাইয়া দিবে, এস।"

"এমন কথা মনেও ঠাঁই দিও না, মা! এই রাত্রে মড়ার মধ্যে যেতে আছে?"

"তোমার যদি এত ভয়, তবে তুমি থাক, আমি একাই যাচ্চি, হয় ত তিনি এখনও বেঁচে আছেন।"

"তবে চল যাই, লোকে যেন ইহা না বলে যে, বালিকার যে মায়া দয়া আছে বুড়ো মাগীর তা নাই।"

রজনী ঘোরতর তিমিরাচ্ছন্ন সহজে পথ দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু কোন প্রকার বাধাই ক্যাথারী-ণের গতি রোধ করিতে পারিল না। তিনি এক মাত্র পিতৃভক্তি সহায় করিয়া তাদৃশ ভয়াবহ নিশীথে নগরের বহির্ভাগে রণক্ষেত্রে উপনীত হই-লেন। চতুর্দ্দিক্ অশ্ব ও মানব দেহে আচ্ছন্ন; মধ্যে মধ্যে মৃতপ্রায় আহত ব্যক্তির আর্ত্তনাদ হইতেছে। অল্প বয়স্কা ক্যাথারীণ ভীতিযুক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। "জগদীশ্বর কৃপা কর, কোথায় যাই, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর" এই বলিয়া আবার চলিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ পদসঞ্চারের শব্দ

শুনিতে পাইলেন। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাই-তেছে না কিন্তু অস্পষ্টরূপে বোধ হইল, যেন এক জন নিকটে দণ্ডায়মান আছে। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে? বুঝি আমাদের মত তুমিও হতভাগ্য, কোন বন্ধু কি ভ্রাতার অন্বেষণ করিতেছ, আমি আমার পিতার অন্বেষণ করিতেছি, বুঝি তিনি আর জীবিত নাই। হায়! আমি কি নির্ব্বোধ! এই ঘোরতর অন্ধকারে তাঁহাকে কেমন করিয়া চিনিয়া লইব; আমি কেন আলো লয়ে আসি নাই; জগদীশ্বর পথ প্রদর্শন কর।"

অন্ধকারে যাহাকে দেখিয়া ক্যাথারীণ ঐ সকল কথা বলিলেন, সে তখন কহিল "কিঞ্চিৎ কাল এই খানে অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্র আসিতেছি"

কিয়ৎ ক্ষণ পরেই তিনি একটী আলোক লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, ক্যাথারীণ তখন আলোক দ্বারা দেখেন যে, বনপ্রান্তে যে অপরিচিত যুবককে দেখিয়াছিলেন ইনি সেই ব্যক্তি, যাহা হউক পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া দেখেন যে, ভূতল হত ও আহত ব্যক্তিদিগের দেহে পর্য্যাবৃত রহিয়াছে। দেখিবামাত্র যুগপৎ ভয় ও ঘৃণার উদ্রেক হইল কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাদৃশ ভাব দূরীভূত করিয়া পিতৃ দেহান্বেষণে প্রবৃত্ত

হইলেন। কোন্ স্থানে তিনি পতিত হইয়াছেন ফেডরিকা তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিল না। অপরিচিত যুবক নিস্তব্ধে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। অবলা বালিকা ক্রমশঃ অধীরা হইল; চতুর্দ্দিকস্থ বিকলাঙ্গ শবরাশি দর্শন, ও নিষ্ফল পিতৃ দেহান্বেষণ তাঁহার মহীয়সী সহিষ্ণুতা পরাভব করিয়া তুলিল। তখন ধরাতলে বসিয়া কর পল্লবে মুখ আবৃত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

অপরিচিত যুবক কহিল " ক্যাথারীণ এ দুঃসাধ্য কর্ম্ম সুসিদ্ধ করা, তোমার সাধ্য নহে। আমার উপরে ভার দাও, কল্য প্রভাতে যখন হত ও আহত পৃথক করা হইবে, তখন অত্রত্য দুই এক জনের সাহায্য লইয়া তাঁহার দেহ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিব। হয় ত তিনি হতের মধ্যে নাই।"

ক্যাথারীণ কহিলেন " যে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছি, তাহা শেষ করিব, আপনি কাহার অন্বেষণ করিতেছেন?"

অপরিচিত যুবক উত্তর করিল "ক্যাথারীণ আমার কথা শুন, আমি এক জন সৈনিক পুরুষ চির কাল যুদ্ধ ক্ষেত্রে কাল যাপন করি এবং বোধ করি, সৈনিক পুরুষের যেমন সাহস থাকিতে হয়, আমারও

তেমনি আছে কিন্তু যাহা হউক, তোমার সাহস দেখিয়া আজি আমি চমৎকৃত হইলাম। ঈদৃশ মনোবৃত্তিশালিনী হইয়া তোমার চির দাসী হওয়া উচিত নহে। এখন এখানে কেহই নাই এই সময়ে পলায়ন কর, পলাও, যদি অর্থের অভাব হয় এই লও।”

‘দেবতা অনুকূল হইয়া তোমাকে পাঠাইয়াছেন।” এই বলিয়া বৃদ্ধা ফ্রেডরিকা তাঁহার হস্ত হইতে টাকার থলিটী লইল। “ক্যাথারীণ এমন দয়ালু লোক আর পাবেনা, এমন সুযোগও আর হইবে না. চল পালাই চল”

“পালাব! আমি বলেছি, পালাব না, আবার পালাব। মহাশয়ের মতে কি আমার প্রতিজ্ঞাটা কিছুই নয়।”

সৈনিক পুরুষ উত্তর করিলেন “না, মনুষ্যের প্রতিজ্ঞা পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তোমার মত লোকের, যাহার মা নাই, বাপ নাই, যাহার নাম কেহই জানে না, তাহার পক্ষে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করায় দোষ নাই। আর ফিরিয়া গেলে তোমাকে কি দুঃসহ যন্ত্রণাই ভোগ করিতে হইবে! আমার কথা শুন ক্যাথারীণ! আমার কথা শুন, পলায়ন কর।”

ক্যাথারীণ অবিচলিত দৃঢ়তা সহকারে উত্তর করিলেন "আমার অদৃষ্টে কি ঘটিবে, তাহা পরমেশ্বরই জানেন। আমি দীন, পিতৃ মাতৃ হীন, অনাথা বটি কিন্তু দীন হীন বলিয়াই কি আমার অন্যায় করা উচিত? যদি রাজকন্যা হইতাম, তাহা হইলে এই প্রতিজ্ঞা পালন করা উচিত হইত। কিন্তু যদিও আমি রাজকন্যা নহি বটে, তথাচ ইহা বলিতে পারি যে আমার অন্তঃকরণ রাজকন্যার মত। মহাশয়! যাহাই ঘটুক, আমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিব না।" এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া ফ্রেডরিকার দিকে চাহিয়া কহিলেন 'এস ফ্রেডরিকা! আবার অন্বেষণ করি; এখন যেন আমি সবল হইলাম।"

এবংবিধ সময়ে অনতিদূরে গোঁ গোঁ শব্দ শুনিতে পাইলেন। "চুপ কর" বলিয়া ক্যাথারীণ শ্বাস প্রশ্বাস রোধ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার সেইরূপ কাতরধ্বনি হইল. শ্রবণ মাত্র নবপ্রসূত বৎস যেমন গাভী দেখিয়া ধাবমান হয়, ক্যাথারীণ তেমনি নিমেষ মধ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ধরাশায়ী বৃদ্ধের এক পার্শ্বে জানু পাতিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন " ফ্রেডরিকা আলো নিয়ে আয়, শীঘ্র শীঘ্র নিয়ে আয়, তিনিই বটেন. বাবা! বাবা! কথা কওনা, তোমার মেয়ে আমি ক্যাথারীণ।"

ফ্রেডরিকা আলোটী তাঁহার মুখের কাছে ধরিল এদিকে বালিকা ক্যাথারীণ সুনিপুণা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রবীণার ন্যায় আহত অঙ্গ নির্দ্ধারিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পার্শ্বস্থ শবরাশি হইতে তদীয় শরীর নিষ্ক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার হস্ত উত্তোলন করাতে তিনি কাতরোক্তি প্রকাশ করিলেন এবং চক্ষুরুন্মীলন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কোথায় রহিয়াছি" ক্যাথারীণ ও ফ্রেডরিকাকে চিনিতে পারিলেন কিন্তু অপরিচিত যুবককে চিনিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন "এ কোথায় এসেছি।"

ললাট চুম্বন করত ক্যাথারীণ উত্তর করিলেন, "আমাদের মধ্যেই রয়েছেন। আমি যে তোমার মেয়ে ক্যাথারীণ। উঠ পিতঃ! উঠ, চল আমাদের সঙ্গে চল।"

অপরিচিত যুবক বৃদ্ধের মুখে স্নিগ্ধকর পানীয় ধরিয়া কহিলেন, "বর্ষীয়ন্ ইহা পান কর, এখনি সবল হইবে।" যাজক মহাশয় পান করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার নির্জ্জীব শরীরে স্ফূর্ত্তি জন্মিল। ক্যাথারীণ তাঁহার বাহু ধারণ করাতে, তিনি আবার কাতরোক্তি প্রকাশ করিলেন এবং অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে বলিলেন "আমার বাহু ভগ্ন হইয়াছে।"

"তবে কি হইবে" এই বলিয়া ক্যাথারীণ রোদন করিয়া উঠিলেন। অপরিচিত যুবক কহিল "বৃদ্ধ এই স্থানে স্থিরভাবে থাক, আমি মেরিয়ণবর্গে গিয়া শীঘ্র দুই জন লোক পাঠাইয়া দিব, তাহারা তোমার বাটীতে পহুছিয়া দিবে, আর এক জন ডাক্তারও পাঠাইব, সে তোমার হাড় বসাইয়া দিবে। ক্যাথারীণ তবে বিদায় হই" এই বলিয়া একটু গিয়া আবার বলিলেন "আমার পরামর্শ শুন, ক্যাথারীণ! এমন সুযোগ ছাড়িও না, পলায়ন কর।"

অনতিবিলম্বে তিন জন লোক উপস্থিত, দুই জন একটী যান আনিল এবং তদুপরি আহত যাজক মহাশয়কে তুলিয়া সাবধানে তাঁহার বাটীতে লইয়া গেল, ক্যাথারীণ পার্শ্বে পার্শ্বে চলিলেন।

ক্যাথারীণ বলিলেন "যেন আমি দৈববাণী শুনিয়া ছিলাম, এমন কি, ইহা বলিলেও বলা যায় যে, আমাকে বন্দী করিবার জন্য পরমেশ্বর যেন আমার হস্ত ধরিয়া বনপ্রান্তে রাখিয়া গেলেন।" ইহা শুনিয়া বৃদ্ধ যাজক বিস্ময়স্বরে জিজ্ঞাসিলেন "হাঁ মা! তবে কি তুমি বন্দী হইয়াছ।"

"হাঁ পিতঃ! আমি বন্দী হইয়াছি, কিন্তু আমার শাপে বর হইয়াছে, যাহা আমি দুঃখের হেতু মনে করিয়াছিলাম, তাহা আমার সুখের হেতু হইয়াছে।

যদি আমি বন্দী না হইতাম, তবে আমি সেনাপতির নিকট যাইতাম না, আর তাহা হইলে ফ্রেডরিকার সঙ্গেও দেখা হইত না। ফ্রেডরিকাই আমাকে আপনকার অবস্থা বলে, তাহা না হইলে আমি কখনই আপনাকে যুদ্ধক্ষেত্রে অন্বেষণ করিতাম না। এখন কি আপনার বোধ হয় না যে পরমেশ্বর যেন আমার হস্ত ধরিয়া আপনার কাছে পহুছিয়া দিলেন।”

বলিতে বলিতে যান যাজক মহাশয়ের বাটীতে পঁহুছিল; যাজক মহাশয়কে শয্যায় শায়িত করিয়া ঐ তিন জন পুরুষের মধ্যে যিনি ডাক্তর ছিলেন, তিনি ভগ্ন বাহুর যথোচিত প্রতিবিধান করিলেন। পরে তাঁহারা তিন জনেই বিদায় লইলেন। যাজক মহাশয় পরমেশ্বরের আরাধনা করণানন্তর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ক্যাথারীণ এবং ফ্রেডরিকা শয্যার পার্শ্বে বসিয়া যামিনী যাপন করিলেন।

ঈশান কোন লোহিতবর্ণ হইল অমনি ক্যাথারীণ স্বীয়গৃহে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্ব দিবসের বেশ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন এবং সুদীর্ঘ কেশপাশ বিন্যাস করত মস্তক আবরণ করিলেন। অনন্তর ধীরে ধীরে পুনর্ব্বার যাজক মহাশয়ের গৃহে প্রবেশ করিলেন। যাজক মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

শয্যার এক পার্শ্বে জানুপাত করিয়া ক্যাথারীণ বলিতে লাগিলেন "পিতঃ! আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আজি আমি জন্মের মত বিদায় হই।"

এতৎ শ্রবণে ও ক্যাথারীণের অনবরত বিগলিত জলধারাকুল লোচন সন্দর্শনে বর্ষীয়ান বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন "কি বলিলে প্রিয়তমে?"

"পিতঃ! কল্য আমি বন্দী হইয়াছি, এক্ষণে আমি রুস সেনাপতির চিরক্রীত দাসী হইয়াছি। আমি ফিরিয়া যাইব, এই প্রতিজ্ঞা করাতে তিনি অনুগ্রহ করিয়া মহাশয়ের অন্বেষণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।"

প্রিয় ক্যাথারীণকে জন্মের মত হারাইতে হয়, এই ভাবিয়া ফ্রেডরিকা কহিল "এখন ফিরে যাওয়া কি নিতান্ত পাগলের কর্ম্ম নয়, আমি বৃদ্ধা হইয়াছি, পরের সাহায্য না হইলে চলে না, আর ক্যাথারীণের মত কেইবা সাহায্য করিতে পারিবে? ক্যাথারীণ ভিন্ন আর কেবা তোমায় সে সকল গান শুনাইবে? কাহার হাতের উপরইবা ভর দিয়া বেড়াইবে? কেইবা তোমাকে সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদে রাখিবে? না ক্যাথারীণ তুমি আমাদের ফেলে যেতে পাবে না, তুমি বিপদে পড়ে অশুভ ক্ষণে প্রতিজ্ঞা করেছ! সে প্রতিজ্ঞা কিছুই নয়; তোমাকে

জোর করে প্রতিজ্ঞা করায়ে নিয়েছে, হাঁ যদি ইচ্ছা করে প্রতিজ্ঞা করিতে, তবে বটে তা হলে আমি মলেও একটী কথা কহিতাম না।”

ক্যাথারীণ ও যাজক মহাশয় নিস্তব্ধ হইয়া বৃদ্ধার কথা শ্রবণ করিতেছিলেন, অবশেষে এঙ্ক-ভরণস্কি কহিলেন, “বৎসে ফিরিয়া যাইবে এমন প্রতিশ্রুত আছ।”

বাষ্পাকুল লোচনে ক্যাথারীণ উত্তর করিলেন “হাঁ পিতঃ! প্রতিশ্রুত হইয়াছি। কিন্তু ফ্রেডরিকার কি অন্যায় দেখুন, আমি এখানে যে সুখে ছিলাম, যে সুখ হইতে আমি আজি জন্মের মত বঞ্চিত হইলাম, সেই সকল সুখের কথা মনে করিয়া দিয়া আমাকে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিতে লওয়াইতেছে।”

গম্ভীর স্বরে যাজক কহিলেন, “ক্যাথারীণ, প্রাণপ্রতিম! তবে গমন কর, কর্ত্তব্য সাধন কর, পরমেশ্বর অবশ্যই তোমার মঙ্গল করিবেন।”

ক্যাথারীণ তখন গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পিতার মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন, “তবে চল্লেম পিতঃ! তবে চল্লেম ফ্রেডরিকা!” এবং সত্বর গমনে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

সেনাপতির শিবির প্রবেশ করিবামাত্র যিনি পূর্ব্ব রাত্রিতে পিতৃদেহ অন্বেষণে ভত সাহায্য

করিয়াছিলেন, ক্যাথারীণ সর্ব্বাগ্রে সেই অপরিচিত যুবককেই দেখিতে পাইলেন। অপরিচিত যুবক বিস্মিত হইলেন। ক্যাথারীণের আর শোকাকুল-ভাব নাই, লোচনে আর অশ্রু নাই, মূর্ত্তি শান্ত হইয়াছে, এই ভাবে সেনাপতির সমীপে উপস্থিত হইলেন। সেনাপতি মেরিয়ণবর্গের কোন কোন লোকের আবেদন শুনিতে ছিলেন, হঠাৎ ক্যাথারীণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন " কি এসেছ। আমি ভাবছিলাম, বুঝি তুমি আর আসিবে না।"

"কেন, আমি আপনাকে কথা দিয়ে গিয়েছিলাম তো" সেনাপতি এই সংক্ষেপ উত্তর শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন " তোমার বেশ বুদ্ধি আছে, বয়সও কম, আর রোকও আছে, দেখছি, তবে তুমি বেশ দাসী হতে পারবে বোধ হচ্ছে। আচ্ছা খাবার তৈয়ার করে নিয়ে এস দেখিন্, দেখি।"

ক্যাথারীণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ আহারের দ্রব্য আনিতে গেলেন এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরেই প্রাতঃকালিক ভোজনের সামগ্রী একটী পাত্রে লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। শিবিরে কেবল সেনাপতি আর সেই অপরিচিত যুবক ছিলেন। ঐ সামান্য বেশধারী সৈনিক পুরুষও ঐ প্রাতঃশোভিত

সৈন্যাধ্যক্ষ, এই উভয়ের মধ্যে সখ্যভাব দেখিয়া বিস্ময়ের আবির্ভাব হওয়া উচিত ছিল কিন্তু ক্যাথারীণ তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া উভয়ের আহারের দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে এক স্থানে রাখিয়া দিলেন। ভোজন করিতে করিতে অপরিচিত যুবক "কিছু পেয় লয়ে এস বাছা বলিয়া তাঁহার পানীয় পাত্র ক্যাথারীণের দিকে ধরিলেন। "তোমার কত বয়স হয়েছে।"

"তেরবৎসর"

'কিন্তু ত্রিশবৎসরের লোককে হারাইয়া দিয়াছ। দেখ সেনাপতি যদি কালি রাত্রিতে উহাকে শবরাশির মধ্যে পালক পিতার অন্বেষণ করিতে দেখিতে, মুখে রক্তের লেশ নাই, শরীর কম্পিত হইতেছে অথচ দুর্জ্জয় সাহসের কিছু অসদ্ভাব নাই, তহাহইলে, তুমি আমারই মত উহার প্রশংসা রাখিবার স্থান পেতে না। তোমার কি অত মড়া দেখে একটু ও ভয় হয় নাই ?"

ক্যাথারীণ লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া উত্তর করিলেন "আমার তখন ভয় টয় কিছু মনে ছিল না, প্রাণদাতার দেহ কোথায় পাব কেবল 'এই ভাবনাই ছিল।"

সৈনিক পুরুষ বলিল "হাঁ, আর এত ভয়েরই বা

বিষয় কি। যদি গোলা গুলি ও তরবালের মধ্যে যাইত হইত তা হইলে বুঝিতাম। রণক্ষেত্রে তোমারও মুখ খানি কোথায় থাকে এক বার দেখিতে ইচ্ছা করে।”

ক্যাথারীণ হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন “আপনকারদের প্রহরীর গুলিতে আমার কত ভয় হয়েছিল তাও মহাশয় দেখেছেন।”

“হাঁ তাও ত বটে; গোলাগুলিতেও আমারই মত ভয় পায় দেখেছি। কালে এ বালিকা মহানুভবা কামিনী হইবে সন্দেহ নাই। এস-কেরিমেটিফ! তোমার বন্দী বিক্রয় করিবে?”

সেনাপতি ঐ অপরিচিত যুবকের নাম অথবা পদ কিছু উল্লেখ না করিয়া জিজ্ঞাসিলেন “কেন তুমি উহাকে লইয়া কি করিবে।”

“কেন আমি বিয়ে করবো, বেশ তো সৈনিক পুরুষের স্ত্রী হইবে, উহার ত তা হলেই সাজবে ভাল; তুমি কি বল ক্যাথারীণ।”

ক্যাথারীণ এই প্রশ্নে লজ্জায় জড় সড় হইলেন “আমি—আমি—আমি কি বলবো মহাশয়, আমার কথা ত পড়েই আছে; সেনাপতির দাসী হওয়া অপেক্ষা সৈনিক পুরুষের ভার্য্যা হওয়া ভাল।”

“সাবাশ ক্যাথারীণ, বেশ বলেছ; এই অবধি তুমি আমার হইলে।”

সেনাপতি কহিলেন "কিন্তু——"

অপরিচিত যুবক তাঁহার বক্তব্য ব্যক্ত করিতে না দিয়া অমনি বলিলেন" তুমি যাহা বলিবে আমি বুঝিয়াছি; কিন্তু তুমি জান ত আমার সব কর্ম্ম নূতন তর। এই বালিকার গুণে আমি মোহিত হইয়াছি। এ সাহসী ও সানন্দচিত্ত এবং বোধ হয় ইহার প্রকৃতি শান্ত ও মধুর হইবে। আমি উহাকে বিবাহ করিব, ইহাতে আর কথা নাই। ক্যাথারীণ থালা খানি রাখ আর পরিবেশিকার বেশ পরিহর; আজি অবধি তোমাকে স্বামি ভিন্ন অন্য কাহারও সেবা করিতে হইবে না।"

সৈনিক পুরুষ গাত্রোত্থান করিয়া ক্যাথারীণকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে ইঙ্গিত করত শিবির হইতে প্রস্থান করিলেন। পথি মধ্যে জিজ্ঞাসিলেন "আমি কে তুমি জান।"

"না; আমি এই জানি যে তুমি আমার স্বামী হইবে বলিয়াছ।"

"আচ্ছা সৈন্যের মধ্যে আমার কি পদ জান।"

"আমার তা জানিবার প্রয়োজন কি; আমার নাম নাই, ধাম নাই, পিতা নাই, মাতা নাই; আমি বড় ঘরের মেয়ে নই যে আমার কুলাভিমান থাকিবে।

"আচ্ছা বেশ; তবে আমার সহধর্ম্মিণী হইতে, চিরকাল আমার সুখে সুখী আমার দুঃখে দুঃখী হইতে তোমার ইচ্ছা আছে" ইহা বলিয়া তিনি ক্যাথারীণের হস্তধারণ করিলেন।

ক্যাথারীণ বলিলেন "হাঁ আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে, কারণ আপনকার আকার বীরের মত আর আপনি এই অনাথাকে বারবার অনুগ্রহ করিয়া আসিতেছেন।"

"আমি যে সামান্য সৈনিক পুরুষ ইহাতে তোমার কিছু দুঃখ হয় না।"

"যদি আমাকে কখন ছাড়িয়া না যান চিরকাল সঙ্গে সঙ্গে যাইতে দেন তাহা হইলে আমি আর কিছু চাই না।"

এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে সর্ব্বপ্রধান শিবিরের নিকট উপনীত হইলেন। সৈনিক পুরুষ তথায় থামিয়া ক্যাথারীণকে কহিলেন "এই আমাদের সম্রাটের শিবির, তুমি এই খানে দাঁড়াও আমি তোমাকে বিবাহ করিবার অনুমতি লইয়া আসি।"

সৈনিক পুরুষ যাত্রা করিলে কিয়ৎক্ষণ পরেই এক জন অধ্যক্ষ আসিয়া কহিল "ভদ্রে! মহারাজ পিটর আপনাকে দেখিতে চাহিয়াছেন।"

ক্যাথারীণ সেই অধ্যক্ষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। শিবিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে কতক গুলি অধ্যক্ষ পরিবেষ্টিত প্রায় ত্রিংশৎ বৎসর বয়স্ক এক জন যুবা পুরুষ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। যে যুবকের হস্তে হস্ত দিয়া ক্যাথারীণ এই মাত্র বেড়াইতেছিলেন এখন দেখেন যে সেই যুবাই এখানে অধ্যক্ষ গণ মধ্যে বিরাজমান আছেন; তখন অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসিলেন "কোথায় মহারাজ কোথায়।"

অধ্যক্ষ "ঐ উপবিষ্ট রহিয়াছেন" বলিয়া সেই যুবককে দেখাইয়াদিল।

"ঐ, সে কি! উনি যে আমার স্বামী।"

"ক্যাথারীণ আমি তোমার স্বামীও বটি মহারাজও বটি" এই বলিয়া সেই অপরিচিত যুবক রুস রাজ্যের সম্রাট্ ভাবে প্রকাশিত হইলেন। "ক্যাথারীণ এত আশ্চর্য্য হইলে কেন? তুমি কি দুঃখিত হইলে? আমি সম্রাট্ বলিয়া কি আমাকে আর ভাল বাসিবে না?"

ক্যাথারীণ উত্তর করিলেন "আমি আপনাকে সামান্য সৈনিক পুরুষ জানিয়া যেমন ভাল বাসিয়াছিলাম, এখন মহারাজ জানিয়াও তেমনি ভাল বাসিব।"

তখন রুসরাজ্যের সম্রাট্ প্রথম পিটর সেই অনাথা বালিকার হস্ত ধারণ করিয়া অমাত্যবর্গের প্রতি চাহিয়া কহিলেন "ইনি তোমাদের রাজ্ঞী হইলেন।"

ক্যাথারীণ রাজমহিষী হইয়া যাজক মহাশয়কে ভুলিয়া যান নাই। কিন্তু যাজক মহাশয় যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হওনাবধি কখনই উত্তমরূপে স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন নাই। অল্প কাল মধ্যেই তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার ভগিনী ও ফ্রেডরিকাও কিছু দিন পরে তাঁহার অনুগামীনী হন।

মস্কো নগরের একটী প্রাসাদে ক্যাথারীণ বাস করিতেন। তথায় তাঁহার গর্ভে রাজার দুইটি সন্তান জন্মে। রাজা কখন কখন তথায় রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। ১৭১১ খৃ অব্দে যখন রাজা তুর্ক দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যান ক্যাথারীণ তখন তাঁহার সমভিব্যাহারে গিয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধে ক্যাথারীণ যে রূপ অসাধারণ বুদ্ধি কৌশল ও পতিপরায়ণতা প্রদর্শন করেন ইতিবৃত্তে তদ্বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা আছে। অস্মদ্দেশীয় মহিলাগণের পাছে মনোরঞ্জন না হয় এই ভয়ে আমি তাহার সবিশেষ বর্ণনা করিলাম না। তবে সংক্ষেপে এই মাত্র বলি যে ক্যাথারীণ না থাকিলে পৈত্রের রুস

রাজ্যের ঘোরতর বিপদ ঘটিত এবং মহারাজার প্রাণ বিনাশপর্য্যন্তও হইতে পারিত। রাজাও মহিষীকৃত এই মহোপকার বিস্মৃত হয়েন নাই। তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ রাজ্ঞীকে রাজমুকুট প্রদান পূর্ব্বক মহা সমারোহে রাজ্যাভিষেক করিয়াছিলেন।

তাঁহার শৈশবাবস্থায় মৃত সৈনিক পুরুষের অঙ্গ বস্ত্রে যে লিপি খণ্ড পাওয়া যায় ক্যাথারীণ তাহা যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া ছিলেন। কিন্তু তদ্দ্বারা স্বজনের কোন উদ্দেশ হইবে তাঁহার এমন দুরাশাও ছিল না। যে প্রকারে তদুল্লিখিত "সন্তান গণ" এই শব্দটীর তাৎপর্য্য প্রকাশ হয় তাহা অদ্ভুত বলিলেও বলা যায়। একদা জনৈক রাজপুরুষ স্থানান্তরে যাইবার সময় একটি পান্থনিবাসে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে পান্থশালার লোকেরা এক জন দরিদ্র ব্যক্তির অপমান করিতেছিল, দরিদ্র রাগান্বিত হইয়া বলিল যদি আমি একবার রাজসভায় যাইতে পারিতাম তাহা হইলে তোরা আমাকে এমন করিয়া ব্যাবহার করিতে পারিতিস্ না। ইহা শুনিয়া রাজকীয় পুরুষ সেই ব্যক্তিকে অনেক কথা জিজ্ঞাসিলেন। তাহার কথা ও মুখের আকৃতিতে বোধ হইল যেন ঐ ব্যক্তিতে মহারাণী

ক্যাথারীণের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। তিনি এই বিষয় উল্লেখ করিয়া রাজধানীতে একটী বন্ধুর নিকট একখানি পত্র লেখেন। ঘটনাসূত্রে সেই পত্র মহারাজের হস্তে পড়ে। মহারাজ তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন। অনুসন্ধান করিয়া স্থির হইল যে সে ব্যক্তি নিথুনিয়া প্রদেশের এক জন ভদ্রলোকের সন্তান। তাঁহার পিতা মেরিয়ণ বর্গের যুদ্ধ সময়ে হত হন। মরিবার সময় দুইটি শিশু রাখিয়া যান; একটি পুত্র, একটি কন্যা।

পিটর কহিয়াছিলেন যে "আমার সব কর্ম্ম নূতন তর" ইহা স্বরূপ আখ্যান বটে। ঐ ব্যক্তি তাঁহার প্রণয়িণীর কেহ হইবেক মনে করিয়া তিনি তাহাকে গুরুতর দোষে দূষিত করিয়া ধৃত করিয়া আনাইলেন। দুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর রাজার মনে বিলক্ষণ প্রতীতি হইল যে তিনি ক্যাথারীণের ভ্রাতা, তখন তাহাকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন "ঐ দেখ তোমার ভগিনী উহাঁকে প্রিয় সম্ভাষণ কর।" ক্যাথারীণ মূর্চ্ছান্বিত হইলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে পিটর কহিলেন "এমন হইয়াই থাকে, যাহা হউক তোমার ভ্রাতার যদি কোন গুণ থাকে তাহা হইলে উহার ভাল করিব, তা

ভিন্ন উনি যেমন আছেন তেমনিই থাকিবেন” ফলতঃ তাঁহার গুণ ছিল কারণ অল্প দিনের মধ্যেই তিনি অত্যুচ্চ পদে অভিষিক্ত হয়েন।

১৭২৫ খৃঃ অব্দে পিটর দি গ্রেট দেহ পরিত্যাগ করেন। ক্যাথারীণ একাধিপত্য করিতে লাগিলেন। * তৎকালে রুস দেশীয় স্ত্রীলোকে আমাদের দেশের অঙ্গনাদিগের মত কখন পুরুষের সমাজে আসিত না। ক্যাথারীণ বহু যত্নে স্ত্রী ও পুরুষ জাতিতে একত্র বসিয়া কথা বার্ত্তা ও সদালাপ করিতে পারে এমত সমাজ স্থাপন করিলেন। আর তখন তদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ কিঞ্চিৎ অশ্লীল ছিল, ক্যাথারীণ তাহার অনেক পরিবর্ত্তন করিলেন। এইরূপে দেশের বহুল মঙ্গল সাধন ও প্রজাগণের সুখ বর্দ্ধন করিয়া দুই বৎসর রাজত্বের পর অষ্টত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ১৭২৭ খৃঃ অব্দে মানব লীলা সম্বরণ করিলেন।

* যে গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে, উহা এই স্থানেই সমাপ্ত। অবশিষ্ট কয়েক পংক্তি অন্যান্য পুস্তক হইতে সঙ্কলিত।

সমাপ্ত।